প্রথম আলো

তারিখ ... 2 9 NOV 2003
পৃষ্ঠা ... ২৪ ... কলাম ... ৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় আতাউর রহমানসহ ৩ শিক্ষক দায়ী হলেন

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ২০০৪-০৫ শিক্ষাবর্ষের স্নাতকোত্তর পরীক্ষার ব্যাপকপত্র (কম্প্রিহেনসিভ) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় অধ্যাপক আতাউর রহমানসহ অভিযুক্ত তিন শিক্ষককে দায়ী করেছে তথ্যানুসন্ধান কমিটি। অপর দুই শিক্ষক হলেন একই বিভাগের অধ্যাপক আবদুল ওদুদ ভুঁইয়া ও অধ্যাপক এ এইচ এম আমিনুর রহমান। এদের মধ্যে আতাউর রহমান ও আবদুল ওদুদ ভুঁইয়া এর আগে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে বিতর্কিত ৫২ প্রথম শ্রেণী দেওয়ার ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন।

প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় গঠিত তথ্যানুসন্ধান কমিটির চূড়ান্ত প্রতিবেদন গত বৃহস্পতিবার সিন্ডিকেট সভায় উপস্থাপন করা হয়। প্রতিবেদনে প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে ওই তিন শিক্ষক জড়িত বলেও উল্লেখ করা হয়। এর আগে গত ২৬ জানুয়ারি প্রাথমিক তদন্ত কমিটি প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টি নিশ্চিত করে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের জড়িত থাকার আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল।

সিন্ডিকেটের সভায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এ সম্পর্কে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এস এম এ ফায়েজ *প্রথম আলো*কে বলেন, তদন্ত প্রতিবেদনের আইনগত দিক খতিয়ে দেখার জন্য একজন আইনজ্ঞের কাছে তা পাঠানো হয়েছে। তাঁর সুপারিশের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জানতে চাইলে সিন্ডিকেট ও তথ্যানুসন্ধান কমিটির সদস্য অধ্যাপক লায়লা নূর *প্রথম আলো*কে বলেন, তদন্তে দেখা গেছে, প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে তিনজন শিক্ষক কোনো না কোনোভাবে জড়িত এবং এদের

এরপর পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৪

প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় আতাউর রহমানসহ

শেষ পৃষ্ঠার পর

সম্পৃক্ততার বিষয়টি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

এদিকে সিন্ডিকেটে উত্থাপন করা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সাক্ষ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে দেখা গেছে, আবদুল ওদুদ ভুঁইয়া প্রিয়ভাজন দুই ছাত্রের মাধ্যমে এবং আমিনুর রহমান একজন ছাত্রী ও অভিভাবকের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র ফাঁস করেন। এ ছাড়া আতাউর রহমান তাঁর এক আস্থাভাজন ছাত্রকে পরীক্ষার তিন-চার দিন আগে প্রশ্নপত্র দিয়ে সহযোগিতা করেছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন সিন্ডিকেট সদস্য *প্রথম আলো*কে বলেন, তথ্যানুসন্ধান কমিটির প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, 'প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে পরীক্ষা কমিটির তিন সদস্যের সম্পৃক্ততার বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে।' ওই সদস্য বলেন, প্রতিবেদনটি পরিস্থিতিগত প্রমাণ, অভিযুক্ত ওই তিন সদস্যের বক্তব্য ও শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসাবাদের ওপর নির্ভর করে তৈরি করা হয়েছে।

জানা গেছে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ২০০৪-০৫ শিক্ষাবর্ষের স্নাতকোত্তর পরীক্ষা শুরু হয় ২০০৭ সালের ৪ নভেম্বর। সর্বশেষ 'ব্যাপকপত্র' কোর্সের পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল ২৯ ডিসেম্বর। ওই দিনই বিভিন্ন পত্রিকায় সে কোর্সের প্রশ্নপত্র ছাপা হলে পরীক্ষাটি স্থগিত হয়ে যায়। এ ঘটনায় সেদিনই একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সদস্যরা হলেন—অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদ, অধ্যাপক লায়লা নূর ইসলাম ও ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার সৈয়দ রেজাউর রহমান।

২০০৫ সালে অনুষ্ঠিত স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় একসঙ্গে ৫২ জন প্রথম শ্রেণী পেলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। সে পরীক্ষার কমিটিতেও অধ্যাপক ওদুদ ভুঁইয়া ও অধ্যাপক আতাউর রহমান ছিলেন। গত বছরের ৫ জুন সিন্ডিকেট ওই দুজনকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসংক্রান্ত সব ধরনের কাজ থেকে অব্যাহতি দেয়। পরে তাঁরা উচ্চ আদালত থেকে স্থগিতাদেশ এনে আবারও পরীক্ষা কমিটিতে দায়িত্ব নেন এবং একইভাবে অভিযুক্ত হলেন।